CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : DSE3T: Citizenship in a Globalizing World
TOPIC: III. Citizenship and Diversity
নাগরিকত্ব এবং বৈচিত্র্য

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

ভূমিকা:

মানব সভ্যতার এগিয়ে চলার প্রেক্ষিতে ইতিহাসের পথ বেয়ে 'নাগরিকতা' (Citizenship)-র ধারণা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, দর্শন ভাবনায়, আইনশাস্ত্রে এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রাচীন গ্রীসের 'নগর-রাষ্ট্র' (City-states)-এর সদস্যপদের ধারণা থেকে বিকশিত ও বিতর্কিত হয়ে ইতিহাসের নানা কালপর্বে সময়ের দাবিতে তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রীকরণ, রাজনৈতিক অধিকার ও অংশগ্রহণ, প্রব্রজন ও আশ্রয়গ্রহণ, এথনিক ও জাতিপ্রশ্ন, সমতা ও পার্থক্যের প্রশ্ন, মানব অধিকার ও বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'নাগরিকতা' সম্পর্কে আলোচনার এক বৃহত্তর পরিসর তৈরি হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই পরিসরে বিবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জটিলতাও বেড়েছে অনেক এবং ফলস্বরূপ, নাগরিকত্ব ও তার বৈচিত্র এখন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশ্বব্যাপী অভিবাসনগুলি বহু দেশ-রাজ্যে বর্ণ, জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ভাষার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। এই জাতীয়-রাষ্ট্রগুলি জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে কীভাবে তাদের সমাজের মধ্যে বৈচিত্র প্রতিবিম্বিত করতে পারে সেই সমস্যার মুখোমুখি। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন জাতীয়তাবাদ এবং দেশ-রাষ্ট্রকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। বিভিন্ন জাতির পণ্ডিত এবং নাগরিক শিক্ষাবিদরা বহুসংস্কৃতি জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কীভাবে ঐক্য ও বৈচিত্র্যকে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং বিশ্বায়নের প্রতি সাড়া দিতে পারে সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। তারা আলোচনা করেন যে নাগরিক শিক্ষার কীভাবে সংস্কার করা যায় যাতে এটি গণতন্ত্রকে উন্নত করতে পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, জাতিগত, অভিবাসী, ভাষা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়।

নাগরিকত্ব সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাযুক্ত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যতার সাথে যুক্ত ছিল। প্রাচীন গ্রিস থেকে সামন্ততন্ত্রের শেষ অবধি এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আধুনিক দেশগুলির রাজ্যগুলির তলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নাগরিকত্ব একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সমর্থন ও সংহতির সম্পর্ক এবং এর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে রয়েছে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এবং আশ্চর্য ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক নাগরিকত্বের সীমা নির্ধারণ করে। তবে নাগরিকত্বের এই সীমানা, তাদের অর্থ এবং তাদের ধারণাগত কাঠামো এমন এক বিশ্বে পরিবর্তিত হচ্ছে যেখানে জাতিরাষ্ট্রগুলি

মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। রাজ্যগুলি এখন আর একক জাতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়; পরিবর্তে, তারা একাধিক জাতীয়তা, নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, উদ্বাস্তু, অভিবাসী ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত, এই অবস্থান থেকে শুরু করে, উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের ধারণা এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রচলিত রূপগুলির ধারণা নিয়ে বর্তমানে যে বিভিন্ন বিষয় এবং বিতর্ক চলছে তা চিহ্নিত করা।

বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে নাগরিকত্ব:

নাগরিকত্ব এবং বৈচিত্র্যের বিষয়টি এখন অত্যন্ত চূড়ান্ত বিষয়। সর্বাধিক সাধারণ স্তরে, বৈচিত্র্য জিনিসগুলির প্রাকৃতিক ক্রমের একটি অংশ। বৈচিত্র্য অস্বীকার করা হল এর সাথে ঐশ্বর্য এবং বহুগুণিত সুযোগের সাথে জীবনকে অস্বীকার করা। সর্বাধিক মৌলিক স্তরে, এটি সমস্ত উপায়েই লোকেরা আলাদা। সবচেয়ে শক্তিশালী পার্থক্যগুলি হ'ল বয়স, জাতি, জাতি, লিঙ্গ, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি এবং শারীরিক ক্ষমতা। নাগরিকত্বের প্রসঙ্গে কথা বললে দাবি করা হয় যে নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিষয়টি এখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অধিকার সম্পর্কিত অধিকার এবং অধিকারের সাথে আবদ্ধ একটি আইনী মর্যাদা ছাড়াও নাগরিকত্বও একটি রাজনৈতিক অনুশীলন এবং অতএব ননস্ট্যাটিক কিন্তু গতিশীল। লোকেরা একে অপরের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করে, রাজনৈতিকভাবে অধিকার প্রয়োগ করে এবং নতুন অধিকার জিজ্ঞাসা করে এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা নেওয়া কিছু সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে এবং তাদের পক্ষ থেকে সমর্থন বা প্রতিবাদ করে। সুতরাং নাগরিকত্বের রাজনীতি জনগণের বিতর্ক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাবকে কেন্দ্র করে উঠেছে বিশ্বব্যাপী মানুষের বর্ধিত ও তীব্র প্রবাহ পূর্বের নির্মাণকাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়যুক্ত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছে। এটি বেশ কয়েকটি বিতর্ক তৈরি করেছে যার মধ্যে ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা সামাজিক মাধ্যমগুলির মধ্যে বৈচিত্রের সমন্বয়যোগ্য নতুন নাগরিকত্ব ব্যবস্থা তৈরির চ্যালেঞ্জ একটি প্রাথমিক পদ দখল করেছে। এর মধ্যে কেবল এই জাতীয় সামাজিক জায়গাগুলির লোকেরা নির্দিষ্ট মনোভাব গড়ে তোলা এবং অন্যান্য সংস্কৃতিতে অন্যান্য লোকেরা কীভাবে তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাথে অর্থ সংযুক্ত করে তা কল্পনাও করে নাগরিকত্বের নতুন মডেল তৈরি করে তোলে তা জোর করে। এটি অধিকার ও স্বাধীনতার এমন একটি সিস্টেমের জন্য প্রয়োজন যা নাগরিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বহুসংস্কৃতির সামাজিক স্থানের মধ্যে সামাজিক সমস্যাগুলির পাশাপাশি ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে।

আইনী ধারণা হিসাবে নাগরিকত্ব ছাড়াও নাগরিকত্ব বলতে ঐতিহ্য, বিধি ও মানসিক চিহ্নগুলির সেটকে বোঝায় যা মানুষের দলের অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে রূপ দেয়। এই স্পর্শকাতর নাগরিকতা বোধ জনগণের মধ্যে কার্যকর সংযোগের ভিত্তিতে নির্মিত এবং প্রসারিত হয়েছে সুতরাং একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধের মানুষের উপস্থিতি অস্বাভাবিকভাবে বর্ধমান

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ফলস্বরূপ, তবে একটি কার্যকর প্রশ্নও তৈরি করে যে কীভাবে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা যায়।

প্রচলিতভাবে, নাগরিকত্ব একটি আইনী এবং নৈতিক অবস্থান যা রাষ্ট্র এবং একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করে। এটি একটি আইনী কাঠামো জড়িত যা রাষ্ট্র এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার ওয়েবের সাথে সম্পর্ককে আবদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে, বটমোর দুটি প্রকারের নাগরিকত্বের মধ্যে পার্থক্য করেছেন: আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্ব এবং সুশীলীয় নাগরিকত্ব। সাধারণ নাগরিকত্ব কোনও ব্যক্তির আইনী অবস্থানকে বোঝায়; এটি 'একটি জাতি-রাষ্ট্রের সদস্যপদ' হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। অন্যদিকে, নাগরিক হিসাবে গ্যারান্টিযুক্ত অধিকারগুলি অ্যাক্সেস করতে এবং উপভোগ করার কোনও ব্যক্তির দক্ষতার কাছে স্থিতিশীল নাগরিকত্বের উল্লেখ রয়েছে। এখানে, নাগরিকত্বকে বেসামরিক, রাজনৈতিক এবং বিশেষত সামাজিক অধিকারের সরকারী ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বহুজাতিক এবং বহু-জাতিগত সমাজগুলিতে, এটি সম্ভব যে, আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্বের মর্যাদা ব্যক্তির তাদের নাগরিকত্ব অধিকারগুলি উপভোগ করার দক্ষতার নিশ্চয়তা দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা কেবল ফর্মালিসিটিইনস। মেরিয়ান ইয়ং তাদের বহুজাতিক ও বহু-বর্ণের সমাজে সর্বজনীন নাগরিকত্বের ধারণার একটি শক্তিশালী সমালোচনা প্রদান করেছেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বাস্তবে সর্বজনীনতা সাম্প্রদায়িক জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহকে প্রান্তিক করে তুলেছিল।

তাই তিনি নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত থাকার ক্ষেত্রে 'পার্থক্যমূলক নাগরিকত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হ'ল জনগণের সাথে নিখরচায় আচরণ করার অর্থ এই যে তাদের সাথেও অন্যরকম আচরণ করা হয়েছে এটি আন্তর্জাতিক স্তরে বহুসংস্কৃতির, বহু-জাতিগততার গুরুত্ব তুলে ধরার জায়গা হবে না। নির্দিষ্ট কিছু দেশে সংস্কৃতি ও জাতিগত বৈচিত্র্য ইউনেস্কোর প্রধান আগ্রহ ছিল, কারণ এটি সামাজিক সংহতির উদ্বেগ এবং বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং নীতিমালা প্রচারের জন্য উদ্বেগের সাথে সম্মানের বৈচিত্র্যের পুনর্মিলন করার ধারণাটি উদ্ভব করে। জাতিসঙ্ঘ এবং এর বিশেষায়িত সংস্থাগুলির অবাধ বৈষম্য এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার এবং 1944 সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং 1992 এর অধিকার সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ঘোষণা সম্পর্কিত মত অনেকগুলি ঘোষণার মতো বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কাছে একইভাবে, ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্র 'সংস্কৃতির ফলস্বরূপ বৈচিত্র্য' বোঝায়। জাতিসংঘ এর অপসারণ থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের গুরুত্বকে জোর দিয়েছিল।

উপসংহার:

নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সমসাময়িক বিতর্কগুলি পৃথক সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যাইহোক, অধিকার উভয় সেট-নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পৃথক পৃথক। পার্থক্যের স্বীকৃতি না থাকলে যদি বিচ্ছিন্নতার ধারণা তৈরি হয়, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অপর্যাপ্ত সুরক্ষা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্বল করে দেয়। উভয় অধিকারের সেট একে অপরের পরিপূরক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বৃহত্তর সমাজের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন তাদের সুরক্ষা বোধের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি তাদের একীকরণকে সহজতর করে, সম্প্রীতির উন্নতি করে এবং তাদের আনুগত্য অর্জন করে।